জননেতা

তুষার আহাসান

আজ থেকে আঠারো বছর আগে কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে এই বাড়ি ঢুকে ছিলেন ফয়জল আমেদ। এমনই এক সকালে তাঁর হাসিতে মাখা ছিল শীতের রোদের আবেশ। তখন অবশ্য ফয়জালের চুলে পাক ধরেনি। পেটে জমেনি লোভের মেদ ।

সেদিন ফয়জলের ঝোলায় ছিল জন - চেতনার প্রতিশ্রুতি। চোখে ছিল খুঁটির খোঁজ। সেই খুঁটি হলেন আয়াজের আববা । হাই - স্কুলের প্রধান শিক্ষক । গ্রাম তথা অঞ্চলের একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ । তাঁর সাহায্যে দলীয় সংগঠন বাড়াতে এসেছিলেন ফয়জল।

আজ ফয়জল একজন প্রাক্তন বিধায়ক। তাঁর আজকের ঝোলায় নিশ্চয় ভরা আছে প্রতিশ্রুতির লিফলেট। সেদিনের শিশু আয়াজ আজ এক পোড় - খাওয়া যুবক। সে দেখছে চশমার আড়ালে ফয়জলের সন্ধানী - চোখ দুটির মধ্যে কি আছে।

আলাপ - পরিচয়ে আগের চেয়ে অনেক সপ্রতিভ ফয়জল । সরাসরি আয়াজের মাকে বললেন, চা বানাতে বলুন ভাবী, সুখবর আছে। গরম চা। ডিম ভাজা। পাঁপড়। চানাচুর এবং শ্রদ্ধামিশ্রিত আন্তরিকতা উদরস্থ করে ফয়জল প্রস্তাব দিলেন, ষাট হাজার টাকা দিতে হবে দশ দিনের মধ্যেযে। যদি পারেন তবে আয়াজের পঞ্চায়েতে সেক্রেটারীর চাকরী পাকা।

-- কিন্তু গ্রামে তো অনেক বড়লোকের শিক্ষিত ছেলে রয়েছে তাদের বাদ দিয়ে আমরা এখানে কেন ?মায়ের অভিমান - মিশ্রিত কৌতুহল।

-- আমি যখন প্রথম এখানে আসি তখন ওরা সব আমার বিদ্ধে ছিল। সেদিন ভাই আমাকে বুক দিয়ে আগলে ছিলেন। আজ তাঁর কথা ভুললে চলবে কেন ?

আয়াজের মা হাসলেন দুঃখের হাসি। এই লোকটাকে দাঁড় করাতে গিয়ে সমাজবিরোধীদের হাতে খুন হয়ে গেল মানুষটা। তাঁর নিজের ছেলেরা পথে বসল। তাতে লাভ হল পার্টির, ফয়জলের। ভোটদাতাদের সহানুভুতি চলে গেল তাদের পক্ষে। ভোটে জিতলেন ফয়জল। ভোটে জিতে অতীত ভুলে গেলেন ফয়জল। বিরোধী - পক্ষেরছেলেদের ডেকে ডেকে চাকরী দিলেন, সুযোগ - সুবিধা দিলেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করে দলীয় কর্মীদের বললেন,আমি জননেতা, শত্রুশিবিরের লোকদের কাছে ডেকে, আপন করে, পার্টির সংগঠন বাড়ানোই আমার কাজ।

জননেতার উপেক্ষার ভ্রুকুটি শুধু আয়াজদের বাড়িতে একটি দুটি ভোটের মূল্য নীতির তুলাদণ্ডে তাঁর কাছে তুচ্ছ।

পরপর দুবার ভোটে হেরে এবার বুঝি চেতনা ফিরেছে ফয়জলের ?তাই তিনি অনুশোচনার ডালিতে প্রলোভনের পশরা সাজিয়ে হাজির হয়েছেন তাঁর উত্থানের অতীত - আশ্রয়ে।

অন্ধকারে জোনাকীর আলো আশার প্রদীপ হয়। জমি বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করল আয়াজ । যেমন তেমন চাকরীঘি - ভাত । প্রাক্তন বিধায়কের প্রতিশ্রুতি মরা হাতির মতো । একটিই শুধু শর্ত, কথাটা যেমন পাঁচ কান না হয়।

পাঁচজনের মুখে শুনেও কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিল না আয়াজ। পঞ্চায়েতের চাকরীটা ষাট হাজার টাকা দিয়ে

পেয়েছে ফয়জলের ভাগনে !আয়াজের শিক্ষাগত যোগ্যতার সব কাগজপত্র ফজলের কাছে। তবু তো কইএক্সচেঞ্জ থেকে ইন্টারভিউয়ের কললেটার এল না ! এ দেখে কাগজপত্রের অভাবে আর আশার ছলনায় এস. এস. সি. তে বসা হল না আয়াজের।

চাকরী নয়, টাকা নয়, শুধুমাত্র নিজের কাগজপত্রের দাবীতে ফয়জলের বাসার গেল আয়াজ । ব্যস্ত জননেতা বাসায় থাকেন না। পার্টি - অফিসে তাঁকে পাওয়া যায় না। এখন তিনি এগ্রাম - সেগ্রাম ঘুরে জনসভা করছেন। এমনই এক জনসভায় আয়াজ তাঁকে কাগজের কথা বলল। তিনি ভু কুচঁকে বললেন, তোমাকে তো চিনলাম না ভাই।

আয়াজের বিস্ময়ের সামনে গট্‌গটিয়ে হেঁটে মঞ্চে ভাষণ দিতে উঠলেন জনদরদী নেতা, প্রাক্তন বিধায়ক। হাততালির শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল আয়াজের জীবনের এদিক - ওদিক।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com